ভালোবাসা হউক সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের

“জুটে যদি মোটে একটি পয়সা

খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি।

জুটে যদি মোটে দুইটি পয়সা

ফুল কিনিও হে অনুরাগী।’’

কবির সেই বানী দিয়ে শুরু করতে চাই। প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারী আমাদের দেশে ঢালাওভাবে পালিত হয় ভ্যালেন্টাইন ডে বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। সত্যি বলতে এর কোনো অর্থ আছে কী? কেন পালিত করবো আমারা এই দিনটি? এর কি কোনো গৌরবের কাহিনী আছে? জানিনা ইতিহাস বোদ্ধারা কীভাবে এর সংজ্ঞায়িত করেছেন। তবে আমি সাধারণ মানুষ, মনে করি এটি আমাদের সংস্কৃতিতে পড়েনা। কারণ এটি বিদেশী সংস্কৃতির একটি অংশ। আমাদের গৌরবের ইতিহাসের দিনগুলো হলঃ

গৌরবময় দিন	গ্রেগ্ররিয়ান বর্ষপঞ্জিতে	বাংলা বর্ষপঞ্জিতে
একুশে ফেব্রুয়ারি	২১ ফেব্রুয়ারি	৮ ফাল্গুন
স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ	১২ চৈত্র
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর	১ পৌষ
পহেলা বৈশাখ	১৪ এপ্রিল	১ বৈশাখ
রবীন্দ্রজয়ন্তী	৮ মে	২৫ বৈশাখ
নজরুল জয়ন্তী	২৫ মে	১১ জ্যৈষ্ঠ

আবার কিছু কিছু অতি উৎসাহী ভালোবাসার মানুষেরা মনে করেন এই ভালবাসা শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা, অথবা স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আদান প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদি এই দিনকে বিশ্বভালোবাসাই মনে করেন তবে কেন তা শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা, অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? এটা কেন ছড়িয়ে দেই না সবার মধ্যে? যদি এই ভালবাসা প্রেমিক-প্রেমিকা, অথবা স্বামী-স্ত্রীর পাশা পাশি বাবা,মায়ের সাথে-ছেলে মেয়ের, দাদা,দাদীর সাথে -নাতি,নাতনির, শশুর শাশুড়ির সাথে বৌমা,জামাইের, অথবা ননদ-ভাবীর মিষ্টি, মধুর ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে বজায় থাকে তাহলে পরিবার, সমাজ আরও সুন্দর হয়ে উঠত।

আমরা কখনই আমাদের আশে পাশের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের খবরই নেই না। তারা কীভাবে জীবন যাপন করছে তার খোঁজ পর্যন্ত নেই না। অথচ আমরা এই দিনে সারা বাংলাদেশের মানুষ কত টাকার অপচয় করি ফুল কিনে, সাজসজ্জা করে, ভ্রমণ করে, বড় বড় হোটেলে ভালো ভালো খাবার খেয়ে। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসার যে সুখ তা তথাকথিত বর্তমান ভালবাসায় পাওয়া যায়না। আমরা যদি নিজ নিজ অবস্থানে থেকে পাশের বাড়ির অথবা আশে পাশের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের খোঁজ করে তাদের সাথে অন্তত একটা দিন কাটাতাম, তাদের ভালো একটি পোশাক পরিয়ে দিতে পারতাম এবং তাদের সুখ দুঃখের খবর নিয়ে তাদের ভালো ভালো মুখরোচক খাবার খাওয়াতাম তাহলে আমরা মানসিক তৃপ্তি পেতাম। প্রকৃত ভালোবাসার স্বার্থকথা তো এখানেই।

আমাদের নিজ বিদ্যালয়েই আছে অনেক সুবিধা বঞ্চিত শিশু। তাদের শিক্ষা উপকরণ এবং আনুসাঙ্গিক জিনিস উপহার দিয়ে আমরা এই দিনটি পালন করতে পারি। আমি ফেইস বুকে দেখলাম আমাদের সুনামগঞ্জের রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক এম্বাসেডর, শ্রেষ্ঠ কন্টেন্ট নির্মাতা এবং শ্রেষ্ঠ স্কুল নেতা আব্দুস সামাদ স্যার এই ভালবাসা উৎসর্গ করেছেন ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীদের কল্যানে, আমাদের আরেক স্যার সুনামগঞ্জের ছাতকের নানশ্রি মিত্রগ্রাম সপ্রাবি এর প্রধান শিক্ষক জনাব আশিস কুমার দাস গর্ভধারিণী মায়ের নামে ভালবাসা উৎসর্গ করেছেন। আমি অধম উৎসর্গ করেছি আমার নিজ বিদ্যালয়ের অসহায় কিছু শিশুদের নামে। সত্যকার অর্থে আমরা কেন একটি দিনে এই ভালবাসাকে বন্দিকরে রাখব। আমরা সারা বছরই আমাদের মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন সহ সবাইকে ভালোবাসার মিল বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চাই। সত্যি কথা বলতে আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থেও এই রকম এক দিনের বিশ্ব ভালোবাসার কোনো ইতিহাস আমরা পাইনা। আমরা এই সময় ঋতুরাজ বসন্তকে আহ্বান করে বরণ করে নিতে পারি। সবাই কে নিয়ে আনন্দ করতে পারি। কারো মনে কষ্ট লাগলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মোট কথা আমরা যদি সত্যিই ভালবাসতে চাই তবে ভ্যালেন্টাইন ডে বা বিশ্ব ভালবাসা দিবস নয় সারা বছরই আমরা এই ভালবাসা কোনো না কোনো ভাবে উজার করে দিব আমাদের নিজ পরিবারে এবং সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় শিশুদের মাঝে । যাদের দেখার মতো কেউ নেই। নেই কোনো মাথার ছাতা অথবা পায়ের নিচে মাটি। আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধ ভালোবাসায় ধন্য হউক বাংলাদেশ। ধন্যবাদ সবাইকে।

রচনায় - দুলাল হালদার

সহকারি শিক্ষক

কুমনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ছাতক, সুনামগঞ্জ।

তারিখঃ ১৮/০২/২০২০খ্রি;

Email: dhalder785@gmail.com